কোটচাঁদপুরে আশংকা জনক হারে বেড়েছে আত্মহত্যার প্রবণতা

কোটচাঁদপুরে আশংকা জনক হারে বেড়েছে আত্মহত্যার প্রবণতা। ২৫ দিনে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন ২৭ জন। মারা গেছেন ৪ জন। প্রতিরোধে আরো বেশি কাজ করতে হবে জানালেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ।
সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরে ৩০ দিনে ২৯ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। এরমধ্যে মারা গেছেন ৪ জন। যার মধ্যে ২ জন গলায় ফাঁস দিয়ে আর ২ জন বিষপান করে।
এদের মধ্যে গেল ৮ অক্টোবর বিষপান করে মারা যায় রাজিব হোসেন, সে গুড়পাড়া গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে, রুবিনা খাতুন (২২) বৃহস্পতিবার(২১ তারিখ) রাতে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যান । সে কোটচাঁদপুরের ঘাঘা গ্রামের মশিয়ার রহমানের স্ত্রী।
শনিবার (২২ তারিখ) দুপুরে গলায় ফাঁস দেন রাজু ইসলামের স্ত্রী তানিয়া খাতুন (২৫)। তারা কোটচাঁদপুর বিদ্যাধরপুর গুচ্ছ গ্রামে বাসিন্দা।
২৪ তারিখ সোমবার বিষপান করে মারা গেছেন রাসেল হোসেন(১৪। সে উপজেলার লক্ষিকুন্ড গ্রামের জাফর মন্ডলের ছেলে।
এদিকে কোটচাঁদপুর উপজেলায় গেল ২৫ দিনে ২৭ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। যার মধ্যে ১৬ জন বিষপানে,৪ জন গলায় ফাঁস দিয়ে এবং ৭ জন ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে।
এরমধ্যে গেল ৪ তারিখে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন ১ জন,বিষপান করে ৪ জন,৫ তারিখে ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,বিষপানে ২ জন,৬ তারিখে ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,বিষপানে ২ জন,৭ তারিখে বিষপান করে ২ জন,গলায় ফাঁস দিয়ে ২ জন আর ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,৯ তারিখে বিষপান করে ১ জন, ১০ তারিখে ১ জন,১১ তারিখে ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,১৫ তারিখে বিষপানে ১ জন,১৬ তারিখে ১ জন,১৭ তারিখে ১ জন,১৮ তারিখে ১ জন,২০ তারিখে ট্যবলেট খেয়ে ২ জন,গলায় ফাঁস দেন ১ জন,২২ তারিখে বিষপান করেন১ জন আর গলায় ফাঁস দিয়ে ১ জন,২৯ তারিখে বিষপান করে ১ জন,হারপিক খেয়েছেন ১ জন।
বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম বলেন, এর আগে আত্মহত্যার উপর ইনোভেশন প্রকল্প ছিল। এখন না থাকলেও আমরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে আত্মহত্যা,বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন কাজ করে থাকি।

খান মাসুম বিল্লাহ বলেন, আমরা বিভিন্ন স্কুল,কলেজে গিয়ে বাল্যবিবাহ,আত্মহত্যা প্রবনতাসহ সম্প্রতি সভা নিয়মিত করে আসছি। এরপরও এতগুলো ঘটনা আমাদের বিস্মিত করেছে।
তিনি বলেন, বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হবে। এরপর যে নির্দেশনা আসবে,সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এভাবে আশংকা জনক হারে কোটচাঁদপুরে বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা। সরকারি কোন পদক্ষেপই কার্যকর হচ্ছে। প্রতিরোধে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহনে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সচেতন মহল।

ঝিনাইদহে আত্মহত্যা প্ররোচণা মামলায় যুবকের ৭ বছরের কারাদন্ড

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মাদ্রাসাছাত্রীর আত্মহত্যার প্ররোচণা মামলায় তাহাবুর রহমান নামের যুবকের ৭ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।
মঙ্গলবার দুপুরে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ মিজানুর রহমান এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন। একই সাথে ৫০ হাজার টাকার জরিমানা অনাদায়ে আরও ৪ মাসের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়। দন্ডিত তাহাবুর রহমান কালীগঞ্জ উপজেলার কামারাইল গ্রামের জবেদ আলী মন্ডলের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানায়, কামারাইল গ্রামের মাদ্রাসা ছাত্রী শিরিনা খাতুনকে উত্যক্ত করত একই গ্রামের তাহাবুর রহমান। ২০০৭ সালের পহেলা আগস্ট বাড়ির পাশের নদীতে গোসল করতে যাওয়ার সময় তার সম্ভ্রমহানি ও লাঞ্ছিত করে তাহাবুর রহমান। এই অপমান সইতে না পেরে পরেরদিন গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে শিরিনা খাতুন। এ ঘটনায় ১৯ সেপ্টেমর তাহাবুর রহমানকে আসামী করে কালীগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করে শিরিনা পিতা আখের আলী। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত মঙ্গল এ মামলায় রায় ঘোষনা করেন। রায় ঘোষণার সময় দন্ডিত তাহাবুর রহমান আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাকে কারাগারে পাঠানো

হয়েছে।

গাংনীতে প্রতিবন্ধীর আত্ম*হত্যা

গাংনীতে গাছের সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে সোহেল রানা ওরফে ওসিল (৪০) নামে এক মানষিক প্রতিবন্ধী আত্মহত্যা করেছেন। সোহেল রানা এ উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের মৃত সামসুদ্দিন মোল্লার ছেলে।

শনিবার দিবাগত রাতে তার বাড়ির পাশের একটি কাঁঠালগাছের সাথে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে সে। স্থানীয়রা জানান, সোহেল রানা একজন মানসিক ভারসাম্য ছিলেন।

গাংনী থানার (ওসি) তদন্ত মনোজিত কুমার নন্দী জানান, আত্মহত্যার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করা হয়েছে।সে একজন মানুষিক ভারসাম্যহীন প্রতিবন্ধী ছিলেন। পারিবারিক কোনো অভিযোগ না থাকায় সামাজিকভাবে দাফন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে গলাই ফাঁস দিয়ে বৃদ্ধার আত্ম*হত্যা

পারিবারিক কলহের জের ধরে আফিয়া খাতুন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধা গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আফিয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের মৃত আনিসুর রহমানের স্ত্রী।

শনিবার (৮ অক্টোবর) বেলা আড়াইটার দিকে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দেন।

পারিবারিক সূতের বরাত দিয়ে স্থানীয়রা বলেন, পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দেন। এসময় পরিবারের সদস্যরা তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর – ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

মেহেরপুর – ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

আলমডাঙ্গায় বউ না আসায় অভিমানে যুবকের আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গার তিয়রবিলায় নিখোঁজের তিনদিন পর যুবকের ঝুঁ◌ঁলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫ টার দিকে স্থানীয়রা মাঠে ঘাস কাটতে গেলে অর্ধগলিত ঝুঁলন্ত লাশ দেখতে পায়।

স্থানীয় তিয়রবিলা ফাঁড়িপুলিশকে খবর দিলে যুবকের ঝুঁলন্ত লাশ উদ্ধার করে। নিহত যুবক তরিকুল ইসলাম (২০) তিয়রবিলা গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে। খবর পেয়ে গতকাল শুক্রবার রাতে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লাল, আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) আব্দুল আলিম, পরিদর্শক ওসি (অপারেশন) একরামুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে তরিকুল ইসলাম (২০)। গত ১ মাস পূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর সম্ভুপুর গ্রামের অন্তরার সাথে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়।

বিবাহের ফিরিনি শেষে তরিকুল বাড়িতে ফিরে আসে। পরবর্তীতে তার স্ত্রীকে আনতে গেলে সে আসবে না বলে ফিরিয়ে দেয়। পূণরায় তরিকুলের পিতা আবারো তার ছেলের বউকে আনতে গেলে সে আসবে বলে জানায়।

বউ আসবে না এমন ক্ষোভে গত ৭ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকেলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করার অজুহাতে বাড়ি থেকে বের হয় তরিকুল।সে রাতে

বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন চারিদিকে খোঁজ করতে থাকে।

গত ৩ দিন পার হলেও তরিকুলের খোঁজ মেলেনি। শুক্রবার বিকেল ৫ টায় তিয়রবিলা গ্রামের প্রতিবেশী আব্দুল আজিজ মাঠে ঘাস কাটতে যায়। এসময় আজিজ ভাটুই নদীর পাশে পৌছালে দুর্গন্ধ পেতে থাকে। হঠাৎ সে ভাটুই নদীর পাশের তেঁতুল গাছে অর্ধগলিত যুবকের মরদেহটি দেখতে পায়। তার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে লাশ সনাক্তের চেষ্টা করে।

লাশ কেউ চিনতে না পারায় তরিকুলের মা লাশটি দেখে তার ছেলে বলে দাবি করে নিশ্চিত করে। খবর পেয়ে তিয়রবিলা ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে লাশ উদ্ধার করে। গতকাল শুক্রবার রাত ৯ টায় সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল আলিম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক বিয়ে কেন্দ্রীক অভিমানে আত্নহত্যার ঘটনা হতে পারে। তদন্ত অনুযায়ী ঘটনার আসল কারণ জানাযাবে।

মুজিবনগরে প্রথম স্ত্রীর পর দ্বিতীয় স্ত্রী ও বিষপানে আত্মহত্যা

প্রথম স্ত্রী জোহুরা খাতুন বিষ বছর পূর্বে পারিবারিক কলহের জের ধরে বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। এবার একই কারণে দ্বিতীয় স্ত্রী শাহিনুর খাতুনও (৫০) বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। শাহিনুর খাতুন মুজিবনগর উপজেলার ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী।

আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

গত ১ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে স্বামীর সাথে ঝগড়ার জের ধরে শাহিনুর খাতুন বিষপান করেন। তাকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে

প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানেও তার অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে ৩ দিন চিকিৎসা নিয়ে গতকাল বাড়ি ফিরে আসেন। বিকালের দিকে আবারো অসুস্থ্য হয়ে পড়লে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে মারা যান তিনি।

স্থানীয়রা জানান, ইসমাইল হোসেনের প্রথম স্ত্রী জোহুরা খাতুন দুই সন্তান ফেলে বিষ বছর পূর্বে বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। এরপর দ্বিতীয় বিয়ে করেন শাহিনুরকে। শাহিনুর খাতুনেরও তিন সন্তান রয়েছে। স্বামী ইসমাইল হোসেনের সাথে ঝগড়ার জের ধরে সেও বিষপান করে আত্মহত্যা করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ট্রেনিং শেষে বাড়ি ফিরেই আত্মহনন করলো গাংনীর যুবক লিমন

জোর করে সিঙ্গাপুর পাঠানোর জন্য পারিবারিক চাপ ছিলো লিমনের উপর। তাকে বাধ্য করিয়েছিল প্রশিক্ষণ যাওয়ার জন্য। গত ৫ দিন আগে ঢাকা থেকে ট্রেনিং শেষ করে বাড়িতে এসেছে লিমন।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলাই রশি পেঁচিয়ে লিমন হোসেন আত্মহত্যা করেন। লিমন গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের আরশেদ আলী ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, লিমন গ্রামের এক মেয়ের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়াই সে সিঙ্গাপুরে যেতে আগ্রহী ছিলোনা। তারপরেও পরিবারের চাপে সে দিশেহারা ছিলো। চাপ সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেবলে ধারণা করছেন তারা।

লিমনের বাবা আরশেদ আলী বলেন, লিমন সকালে পরিবারের লোকজনের সাথে খাওয়া-দাওয়া শেষে নিজ ঘরে ঘুমাতে যায়। কিছুক্ষণ পর ঘরের আড়ার সাথে মরদেহ ঝুলতে দেখা যায়।

সিঙ্গাপুরের যাওয়ার জন্য লিমন গত ৫ দিন আগে ঢাকা থেকে ট্রেনিং শেষ করে বাড়িতে আসে। কি কারণে আত্মহত্যা করেছে সেটি এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারিনি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে বাসের নিচে মাথা দিয়ে এক নারীর আত্মহত্যা

মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে চলন্ত বাসের নিচে মাথা দিয়ে অজ্ঞাত এক নারী (৫০) আত্মহত্যা করেছেন।

আজ বুধবার (৩ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল থেকেই অজ্ঞাত ওই নারী পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঘোরাফিরা করছিলেন। সে চলন্ত বাস, ট্রাকের নিচে মাথা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। স্থানীয়রা তাকে বার বার বাঁধা দিলেও সুযোগ বুঝে একটি চলন্ত বাসের নিচে মাথা পেতে দেই। বাসের চাকায় স্পৃষ্ট হয়ে যায় তার মাথা ও মুখমণ্ডল।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ সত্যতা স্বীকার করে বলেন নিহতের পরিচয় মেলেনি। তার মাথা ও মুখমণ্ডল স্পৃষ্ট হয়ে গেছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসাপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীর তেরাইলে ১৩ বছর বয়সী গৃহবধু খাদিজার আত্মহত্যা

মাত্র ১০ বছর বয়সে প্রেম করে বিয়ে। এখন তার বয়স ১৩ বছর। অল্প বয়সে বিয়ের কারণে শরীরে তার নানা ধরণের অসুখে বাসা বেধেছিল। দুই বছর আগেও হাত পা পড়ে গিয়েছিল খাদিজার। গ্রামের সবাই জানে জ্বীন পরীর আছর আছে তার শরীরে। এমন কথা শোনালেন খাদিজা খাতুনের মা শ্যামলী খাতুন।

গাংনী উপজেলার তেরাইল বাগানপাড়া এলাকার খাদিজা খাতুন(১৩) নামের এক গৃহবধু গলাই ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে।খাদিজা খাতুন তেরাইল গ্রামের কৃষক কামরান ফারাজীর স্ত্রী ও সৌদী প্রবাসী আবুল কালামের মেয়ে।

আজ শনিবার (১৬ জুলাই) দুপুরের দিকে খাদিজা খাতুন তার নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলাই ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে।

খাদিজা খাতুনের মা শ্যামলী খাতুন বলেন, আমার মেয়ে পেটের পিড়ায় ভূগছিল। তাকে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় ডাক্তার ও কবিরাজের কাছেও চিকিৎসা করা হচ্ছিল। তার শরীরে জ্বীনের আছড় আছে। কি কারণে সে আত্মহত্যা করেছে আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ বলতে পারছিনা।

খাদিজার স্বামী কামরান ফারাজী বলেন, আমরা প্রেম করে বিয়ে করেছি। খাদিজা বয়সে ছোট তাই পরিবারের সবাই তাকে খুব ভালবাসে। সকালে আমি খেয়ে মাঠে গেছি। দুপুরের দিকে তার আত্মহত্যার খবর পাই।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এ্যানেসথেসিয়া কনসালটেন্ট ডা. মশিউর রহমান বলেন, অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হলে সামাজিক ও মানুষিক চাপ থেকে আত্মহত্যার প্রবণতা আেসেত পারে। অল্প বয়সে বিয়ে হলে স্বামীর সেস্কচুয়্যাল বা অন্যান্য মানষিক চাপের কারণে ও সংসারের বিভিন্ন চাপেও আত্মহত্যার প্রবণতা আসতে পারে। কোনো কোনো সময় পরিবারের লোকজনের কটুক্তির কারণেও আত্মহত্যার প্রবণতা আসতে পারে। এজন্য পরিবারের সবাইকেই সচেতন হতে হবে। এবং বাল্য বিবাহ যাতে করে না হয় সেব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

মুজিবনগরে মোবাইল ফোন কিনে না দেওয়ায় এএসসি পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা

মোবাইল ফোন কিনে না দেওয়ায় আয়েশা আক্তার রিতু (১৫) নামের এসএসসি পরীক্ষার্থী গলাই ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

আয়েশা আক্তার রিতু মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার রাজমিস্ত্রি রিপন মন্ডলের মেয়ে ও স্থানীয় দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী।

আজ শুক্রবার (৮ জুলাই) দুপুরের দিকে টিনের ঘরে নিজ কক্ষের আড়ার সাথে ওড়না পেঁচানো ঝুলন্ত মরদেহ দেখে পুলিশকে খবর দিলে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি ইউনিট তার মরদেহ উদ্ধার করে। তবে, কোনো অভিযোগ না থাকায় পরিবারের লোকজনের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

দারিয়াপুর ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বর মাসুদ রানা মানিক রিতুর মা কবিতা খাতুনের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, মায়েশা আক্তার রিতু বেশ কিছুদিন যাবৎ একটি মোবাইল ফোন নেওয়ার জন্য পিতা মাতার কাছে চাপ দিয়ে আসছিলো। এই সময়ে পিতা মাতার হাতে টাকা পয়সা নেই। এছাড়া এসএসসি পরীক্ষার পরে তাকে মোবাইল ফোন কিনে দেবেন বলে জানিয়েছিলেন পিতা মাতা। মোবাইল ফোন কিনে না দিলে আত্মহত্যা করবে বলেও আজ সকালের দিকে বাবা মাকে হুমকী দিয়েছিল রিতু। বাবা ঘরে না থাকার সুযোগে রিতু নিজ কক্ষের আড়ার সাথে ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাসেল মেহেদী জানান, কোনে অভিযোগ না থাকায় ময়না তদন্ত ছাড়াই নিহতের মরদেহ পিতা মাতার নিকট দেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা নেওয়া হয়েছে।